

বাংলাদেশের
প্রগতিশীল
Bangladesh



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
ডায়েরী নং...২...৬৪...
তাং...১৫/০৫/১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার...৬২০০
ভূমি মন্ত্রণালয়...১৬-০৫-১৬
মাঠ প্রশাসন...
www.minland.gov.bd

ভূমি সংস্কার বোর্ড
চিরস্থায়ী আইন কার্যালয়



ভূমিসেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর সম্পত্তি বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মো: খলিলুর রহমান
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান : ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভার তারিখ ও সময় : ৩০/০৪/২০২৩; বেলা- ২.৩০ ঘটিকা।

ভূমি সংস্কার বোর্ড
সদস্য (প্রঃ) মল্লিকদয়ের দপ্তর
ডায়েরী নং..... তাং.....
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩
ম্যানেজার, বি.আর/ডি.এন.এস্টেট

উপস্থিতি সদস্যবৃন্দের তালিকা “পরিশিষ্ট -ক”।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতেই সভাপতির অনুরোধক্রমে কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পর্কে জনাব প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন:

The Court of Wards Act, ১৮৭৯ (Bengal Act IX of 1879) প্রণয়ন: বৃটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালীন সময়ে সরকারের অধীনে কতিপয় খাস মহলের সম্পত্তি বাদে সকল প্রকার জমির মালিক ছিলেন জমিদার। জমিদারদের দুই ধরনের জমি ছিল। (১) নিজ দখলীয় বা খাস সম্পত্তি (২) প্রজাদের নিকট বিলি করা বা বন্দোবস্ত দেওয়া সম্পত্তি। প্রজাদের নিকট বন্দোবস্তকৃত সম্পত্তিতে জমিদারদের মালিকানা থাকলেও এতে জমিদারদের কোন দখল অধিকার ছিল না। এতে প্রজারাই দখলকার ছিলেন। জমিদারগণ শুধুমাত্র খাজনা গ্রহণ করতেন। জমিদারদের মধ্যে গাজীপুরের জমিদার কুমার রবীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীসহ বেশ কিছু জমিদারদের কোন বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ সরকার অবিভক্ত ভারত বর্ষের ৩৬০ জন জমিদার, নবাব এবং দেশীয় রাজার অপ্রাপ্ত বয়স্ক/নাবালক, অযোগ্য এবং ঋণগ্রস্ত উত্তরাধিকারদের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষার জন্য উক্ত জমিদারদের পক্ষে উক্ত এস্টেট বা সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য The Court of Wards Act, 1879 (Bengal Act, IX of ১৮৭৯) প্রণয়ন করেছিলেন। এ আইনের ৬(ই) ধারা মতে ১৯০৮ সালে ঢাকা নওয়াব এস্টেট এবং ১৯১১-১২ সালে ভাওয়াল রাজ এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আসে।

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রবর্তন:

১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৩ ধারার বিধানমতে প্রজাদের নিকট জমিদারদের বিলি বা বন্দোবস্তকৃত জমি ১৯৫২ সনে সরকার গেজেট আকারে প্রকাশ করেন। উক্ত গেজেটটি পরবর্তীতে প্রজাবিলি সম্পত্তির গেজেট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সরকার পরবর্তীতে প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তির বিপরীতে জমিদারদের যে খাজনা নেওয়ার অধিকার ছিল সেই অধিকার হুকুম দখলের মাধ্যমে বিলীন করে নিজে খাজনা গ্রহণার্থে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক প্রদানান্তে ১৯৫৬ সনে উক্ত আইনের ৪৩ ধারার বিধান মতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের গেজেট প্রকাশ করেন। এরূপ দুইটি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকার জমিদারী প্রথা চিরতরে বিলীন করে নিজে সাবেক প্রজাদের নিকট হতে খাজনা নেওয়ার অধিকার গ্রহণের পাশাপাশি সাবেক সকল প্রজাকে স্ব স্ব দখলীয় ভূমিতে মালিক হিসেবে ঘোষণাপূর্বক তাদের স্ব স্ব নামে মালিক মর্মে উল্লেখ এসএ খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রকাশে মালিকানা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে প্রতিটি এসএ খতিয়ানে মন্তব্যের কলামে ২৪/১ ধারা বা রায়তী স্বত্ব মালিক মর্মে উল্লেখ করেন।

পি.ও ৯০/১৯৭২ জারি:

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন যখন প্রবর্তন হয়, তখন দেশের পার্লামেন্ট ১০/৫২ নং আইন প্রবর্তনে ১৮৭৯ সনে কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনে নতুনভাবে ৮-এ ধারা সংযুক্ত করে ঘোষণা করেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ব্যবস্থাপনায় থাকা জমিদারদের প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তি বাদে সরকারী সংস্থা কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রাপ্ত জমিদারদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের পক্ষে শুধুমাত্র অবশিষ্ট রিটেইনেবল খাস সম্পত্তি (তেৎকালীন সময়ে ৩৭৫ বিঘা) এর ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। এর পর সরকার পি.ও ৯০/১৯৭২ জারি করত: প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তি দাবী করে প্রাপ্ত জমিদারদের কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমা রুজু করা হতে চিরতরে বারিত করেন।

মহানগর জরিপ: (প্রজাবিলিভুক্ত ব্যক্তির জমি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নামে হয়েছে)

পরবর্তীতে মহানগর জরিপ ও আরএস ২ জরিপকালে জনগণের নামে এসএ ও আরএস খতিয়ানে মালিকানা থাকা স্বত্বেও সিএস খতিয়ানে যে সমস্ত জমি জমিদারদের নামে ছিল সে সমস্ত জমি জমিদারদের নামে প্রদান করার আদেশ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারির (১২/১০/২০০৬ তারিখের ৩৯১ নম্বর পরিপত্র) ফলে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হয়।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের রায়সমূহ:

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ এ সংক্রান্ত রায়গুলিতে (রীট পিটিশন নং-১৭০৫৬/২০১২, ১৭২১৬/২০১২..) সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন যে, প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক স্ব স্ব দখলকার এসএ রেকর্ডীয় প্রজাগণ। কোর্ট অব

ওয়ার্ডস এর তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাক্তন জমিদারগণসহ সকল জমিদারগণ শুধুমাত্র তাদের কর্তৃক সরকারের বরাবরে দাখিলকৃত (Choice) তালিকায় উল্লিখিত রিটেইনেবল ৩৭৫ বিঘা, তৎপর ১০০ বিঘা পরিমিত খাস দখলীয় ভূমি রাখতে পারবেন। খাস দখলীয় বাদবাকি জমি নন-রিটেইনেবল ভূমি হিসেবে সরকারের মালিকানাভুক্ত বর্তাবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোনক্রমেই উক্ত ১০০ বিঘা জমির বাহিরে থাকা প্রজাস্বত্বের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে এবং সরকারের উপর স্বত্ব অর্পিত নন-রিটেইনেবল সম্পত্তিতে মালিকানা দাবী করত: 'প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরীকরণে সাধারণ মালিকদেরকে এবং সরকারকে হয়রানি করতে পারবেন না - করলে আদালত অবমাননার পাশাপাশি প্রাক্তন জমিদারদের ঐরূপ দাবী বা মোকদ্দমা এ্যাবেট বা খারিজ হইবে।

বিভিন্ন জরিপে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এর জমি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে হয়েছে:

জনাব শশাঙ্ক শেখর ডৌমিক, সদস্য (ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড বলেন- ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপুল পরিমাণ জমি এসএ ও আরএস জরিপে ব্যক্তি মালিকানা/প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড সৃজিত হয়। যেমন- বনবিভাগের নামে গেজেট ও আরএস রেকর্ড হয় ২৪০০০.০০ একর জমি, The state Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০ মতে এসএ রেকর্ডে খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয় ৬০০০.০০ একর জমি, ব্যক্তির নামে জমি রেকর্ড হয় ২৭৯.০৭৮ একর জমি। এছাড়া ৪২.৪১৬১ একর জমি বিক্রি, অধিগ্রহণ ও অনুদান করার ফলে বর্তমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের খাস দখলীয় রিটেইনেবলভুক্ত সিএস, এসএ, আরএস/হাল রেকর্ডীয় মোট ৯৯.৪৩০০ একর ভূমি রয়েছে।

মহানগর বা সিটি জরিপে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের নামে রেকর্ডীয় জমির বিরুদ্ধে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে এস্টেটের বিপক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ২৯৪টি মামলা দায়ের করেছেন এবং ভাওয়াল রাজ এস্টেট থেকে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে এ যাবত ৯৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রিট পিটিশন নং-৫৪২৭/২০০৮

কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের রিটেইনেবল জমি ১নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য জর্নৈক এ্যাবেটমেন্ট মো: খলিলুর রহমান রিট পিটিশন নং-৫৪২৭/২০০৮ রুজু করেন। দোতরফা শুনানী শেষে তিন মাসের মধ্যে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের খাস রিটেইনেবল জমি অবমুক্ত করে তা বিধি মোতাবেক ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে এস্টেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি আত্মীকরণের বিষয়ে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

বিগত ২৭/১২/২০১৬খ্রি: তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৫৮.০৩৩.১৬-৮৯৭ নং স্মারকের মাধ্যমে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের খাস রিটেইনেবল জমি ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করণের জন্য একটি পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত পরিপত্রে উপরে উল্লেখিত ৫৪২৭/২০০৮ নং রিট পিটিশনের রায়ে ১নং খাস খতিয়ান ভুক্ত করণের নির্দেশনা অন্যতম সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২-০৩-২০১৬ তারিখে উক্ত ৫৪২৭/২০০৮ নং রায়ে বিরুদ্ধে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ ১৩৪৫/২০১৬ রুজু করা হয় এবং শুনানী শেষে এস্টেটের পক্ষে বর্তমানে সিভিল আপিল নং ৫৭২/২০১৬ দায়ের করা হয় যা বিচার্যধীন আছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ১১/০৮/২০১৫ তারিখে ০৩.০৭১.০৪৬.৩১.০০.০০১.২০১৫-৩৫৫(১) নং স্মারকে এ সম্পত্তি খাস ঘোষণা করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া যায়।

জনাব শশাঙ্ক শেখর ডৌমিক, সদস্য(ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড আরো বলেন, বর্তমানে মোট ৯৯.৪৩০০ একর ভূমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজের নামে আছে। ৯৯.৪৩০০ একর ভূমির মধ্যে ঢাকা জেলায় ২.২৬২৫ একর এবং গাজীপুর জেলায় ৯৭.১৬৭৫ একর ভূমি আছে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বিগত ২৭/১২/২০১৬খ্রি: তারিখে ৮৯৭ নং স্মারকে পরিপত্র জারির ফলে গাজীপুর জেলা প্রশাসক গাজীপুর জেলার ৯৭.১৬৭৫ একর জমির মধ্য থেকে ৩৮.৩৫ একর জমি ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করেছেন। বর্তমানে ৫৮.৮১৭৫ একর জমি এস্টেটের দখলে আছে। ঢাকা জেলার সিটি জরিপে ৩৭০.৯৫৬৪ একর জমি মধ্যে ২১.৮০৫৮ একর জমি এস্টেটের দখলে আছে। এস্টেটের মোট জনবল ৩৭ জন। বিগত ২৭/১২/২০১৬খ্রি: তারিখে ৮৯৭ নং স্মারকে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের খাস রিটেইনেবল জমি ১নং খাস খতিয়ান ভুক্ত করণের পরিপত্র জারির পর এস্টেটের জমি আংশিক খাস খতিয়ানকরণের ফলে বাকি লীজগণ লীজমানি প্রদানে আগ্রহী হচ্ছে না, যার কারণে এস্টেটের আয় দিনদিন কমে যাচ্ছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের অধিকাংশ সম্পত্তির সরজমিন সীমানা নির্ধারণ এবং লীজিদের দখল না থাকায় লীজমানি আদায়ের হার হ্রাস পাচ্ছে। সিএস, এসএ ও আরএস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণে তারতম্য রয়েছে। এছাড়া অনেক সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরণের মামলা চলমান।

জনাব প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর বিধানমতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর প্রজাবিলি সম্পত্তি তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রজাগণ মালিকানা পেতে হকদার। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এর রায়/আদেশ এর মাধ্যমে এ এস্টেটের প্রজাবিলি সম্পত্তি প্রজার অনুকূলে স্বত্ব দেয়া হয়েছে আদেশের রেফারেন্স দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজাবিলি সম্পত্তির নামজারি সম্পন্ন করা যেতে পারে। তাদের (প্রজাদের) সম্পত্তি ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাদের (প্রজাদের) নামে রেকর্ড করে দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। তুলক্রমে যে সকল প্রজাবিলি সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর নামে জরিপে রেকর্ড হয়েছে তা বৈধ প্রজা বা তাদের দ্বারা হস্তান্তরিত মালিকদের নামে রেকর্ড করার লক্ষ্যে National Archive থেকে সরবরাহকৃত প্রজাবিলি সম্পত্তির গেজেট, এসএ খতিয়ান, আরএস খতিয়ান, দাখিলা, দখল এবং পক্ষগণের শুনানি নিয়ে পরীক্ষা করে নামজারি করা যেতে পারে।



হস্তান্তরিত মালিকদের নামে রেকর্ড করার লক্ষ্যে National Archive থেকে সরবরাহকৃত প্রজাবিলি সম্পত্তির গেজেট, এস,এ খতিয়ান, আর,এস খতিয়ান, দাখিলা, দখল এবং পক্ষগণের শুনানি নিয়ে পরীক্ষা করে নামজারি করা যেতে পারে।

জনাব জাকির হোসেন, আইন কর্মকর্তা, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, ভূমি সংস্কার বোর্ড বলেন, নবাব সলিমুল্লাহ তাঁর বিভিন্ন ঋণ পরিশোধের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর নিকট হতে ১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) রুপি বা টাকা ঋণ বাবদ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ সালে ৪১৪২ নম্বর রেজিস্টার্ড Indenture বলে তাঁর সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নয়টি শর্তে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর অনুকূলে বন্ধক রাখেন। উক্ত Indenture এ Court of Wards এর পক্ষে প্রথম পক্ষ হিসেবে ঢাকা বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার, দ্বিতীয় পক্ষ নবাব স্যার সলিমুল্লাহর পক্ষে তাঁর এটর্নি এবং তৃতীয় পক্ষ Secretary of State of India এর পক্ষে ঢাকার কালেক্টর স্বাক্ষর করেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৮ সালের ৬ আগস্ট ৪১৪২নং ইনডেনচার সম্পাদনের মাধ্যমে ঢাকা নবাব এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডস নিকট অর্পণ করেন। ৪১৪২ নং ইনডেনচারের 'গ' তফসিলে বর্ণিত নবাব পরিবারের মর্টগেজকৃত জুয়েলারি অস্থাবর সম্পদের বিবরণ আছে। মূল্যবান জুয়েলারিসহ উক্ত সম্পদে দরিয়া-ই-নূর নামক হিরকের কথা উল্লেখ আছে। ভারতের মুঘল সম্রাটের গর্ভ যেমন কহিনূর, তদুপ ঢাকার নবাব পরিবারের গর্ভ দরিয়া-ই-নূর। নবাব এস্টেটের এ সকল আস্থাবর সম্পত্তি সিলগালা অবস্থায় বর্তমানে সোনালী ব্যাংক, প্রধান শাখা, ঢাকার ভোল্টে সুরক্ষিত রয়েছে।

জনাব জাকির হোসেন, আইন কর্মকর্তা, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, ভূমি সংস্কার বোর্ড আরো বলেন বর্তমানে ১২টি জেলায় (টাঙ্গাইল, ঝালকাঠি, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিরোজপুর) সিএস রেকর্ডে ১৯৪৫৩.৮৬৩৯ একর ভূমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস নবাব এস্টেটের নামে আছে। বিআরএস রেকর্ডে ৬৬৩.৪০১২ একর ভূমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস নবাব এস্টেটের নামে রেকর্ড হয়েছে। আরএস রেকর্ডে ১২৪৭.৮৫ একর জমি খাস, ৩৯২.২৪ একর জমি বন, ১৬৭০.২৪০২ একর জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫,৯৬৩.৪২৫০ একর জমি আর.এস জরিপ হয়নি। ১০,১৮০.১০৮৭ একর জমি আর.এস তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। একসনা লীজকৃত জমির পরিমাণ ৯৩৫.৮৮২১ একর। ব্যাংকে স্থায়ী আমানত রয়েছে ৩,৫০,০০,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। মোট ২৭ জন জনবল রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭০ ও ৯৮৭ নং স্মারকদ্বয়ের কারণে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের জমি হাল রেকর্ড প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। উক্ত পত্রদ্বয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিষয় ও মামলা সংশ্লিষ্ট হলেও সেখানে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের নাম উল্লেখ করায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের নামে হাল রেকর্ড প্রণয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

সভাপতি জনাব মো: খলিলুর রহমান, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, বিগত ১৩/০৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তির করণীয় বিষয় সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে কোর্ট অব ওয়ার্ডস নবাব এস্টেট ও ভাওয়াল রাজ এস্টেটের সম্পত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে এ সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম ও আলোচ্য বিষয়	আলোচনা সিদ্ধান্ত/	বাস্তবায়ন
০১। কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর সম্পত্তি বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ১৩.০৯.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন	কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিচারাধীন মোকদ্দমার বর্তমান অবস্থা জেনে এবং এ সম্পত্তি বিষয়ে অন্যান্য মোকদ্দমার আদেশ/পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে, এ যাবৎকালে যতগুলো সার্কুলার হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করে সরকারপক্ষে করণীয় কী তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বিগত ১৩.০৯.২০২২ তারিখে গঠিত কমিটি আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিবেন।	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড/ সংশ্লিষ্ট কমিটি
০২। এস্টেটের জমি অধিগ্রহণের অর্থ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা থেকে আদায় প্রসঙ্গে	সভা অবহিত হয় যে, এল এ কেস নম্বর - ০৪/২০১৫-২০১৬ (তেজগাঁও), ১৬/২০১৫-২০১৬ (নলভোগ), ২০/২০১৫-২০১৬ (জোয়ারসাহারা) এবং ০২/২০০৯-২০১০ (হাতিরঝিল, তেজগাঁও শি/এ মৌজা) অর্থাৎ মোট ৪টি এলএ কেস মূলে সর্বমোট = ৩৮,৩২,৪৫,৪২০/- টাকা অধিগ্রহণের অর্থ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা থেকে এস্টেট পাওনা রয়েছে। এছাড়া ঢাকা নওয়াব এস্টেটও বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা থেকে জমি অধিগ্রহণের অর্থ পাওনা রয়েছে। ম্যানেজার নবাব এস্টেট আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্লেষণ করে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডকে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক, ঢাকা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) ঢাকা এর বক্তব্য কী তা জানার জন্য পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়।	ম্যানেজার কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ম্যানেজার, নবাব এস্টেট এবং অ.প্র.জে. (রাজস্ব) ঢাকা ও অ.প্র.জে. (এলএ), ঢাকা

০৩। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭০ ও ৯৮৭ নং স্মারকদ্বয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের নাম উল্লেখ সংক্রান্ত	বিগত ১৩/০৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তির করণীয় বিষয় সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড / সংশ্লিষ্ট কমিটি
০৪। পরবর্তী ফলো-আপ সভা	কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ও নবাব এস্টেটের সম্পত্তি বিষয়ে এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে ফলোআপ সভা- আগামী ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয়

০২। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

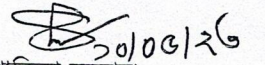
স্বাক্ষরিত/-

(মো: খলিলুর রহমান)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর- ৩১.০০.০০০০.০৫৬.৫৮.০১৫.২২-১৭৭

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

- সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
- ০১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি ভবন, ৯৮ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
 - ০২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ৯৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ সরণি তেজগাঁও, ঢাকা।
 - ০৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
 - ০৪। সদস্য (প্রশাসন), ভূমি সংস্কার বোর্ড।
 - ০৫। সদস্য (ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড।
 - ০৬। যুগ্ম সচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 - ০৭। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
 - ০৮। জনাব মোহাম্মদ হোসেন, ম্যানেজার, ঢাকা নওয়াব এস্টেট/ ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
 - ০৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
 - ১০। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
 - ১১। সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
 - ১২। জনাব জাকির হোসেন, আইন কর্মকর্তা, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
 - ১৩। জনাব মোঃ আশরাফুল আরেফিন মোল্লা, আইন কর্মকর্তা, ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ভূমি সংস্কার বোর্ড
 - ১৪। অফিস কপি।



(শাকিলা রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন:- ০২-২২৩৩৮১৫২০

ই-মেইল: fa2@minland.gov.bd